স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন"
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
গোল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৭২ ইং 4th Sept. 1965 { ১৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
বিপুলতা আমার।
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আনন্দময়ীর আগমনে
শিবদুর্গা বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া
গ্রাহকগণের পছন্দমত নানা-প্রকার ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করিয়াছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

স্টুডেন্টস ফেভারিট
রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ
★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

ভেজাল
ভেজাল
ভেজাল

দুধে প্রায় আধাআধি, গুড়ে অর্দ্ধেক, সরষের তেলে প্রায় একতৃতীয়াংশ ও ঘিয়ে প্রায় একষষ্ঠাংশই ভেজাল। এদেরও টেক্কা দিয়েছে মিষ্টিওয়ালারা—তাঁদের মালে শতকরা ৫৯ ভাগই ভেজাল। তবে একথা মানতেই হবে যে, প্রতিযোগিতায় জেলী-ওয়ালাদের সাথে কেউই পেরে ওঠেনি। জেলী বলে পরিচিত যে বস্তুটি আমরা খাই তার শতকরা ৭০ ভাগই ভেজাল।

এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে কলকাতা করপোরেশনের সদ্যসমাপ্ত এক সমীক্ষায়। ১৯৬৪-৬৫ সালের এক বছরে করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ৪৫ প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ১৯৩০টি নমুনা পরীক্ষা করেন। তার মধ্যে ৩৫৩টি নমুনায় ভেজাল পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ এই তথ্য অনুযায়ী খাদ্যে ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ১৮·৫%। '৬২—'৬৩ ও '৬৩—৬৪ সালে করপোরেশনের তথ্য অনুযায়ী খাদ্যে ভেজালের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে—১৫·৭২% ও ১৫·৩৩%।

বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ভেজাল ধরার অধিকার একমাত্র পৌরকর্তৃপক্ষের। অথচ এ ব্যাপারে কলকাতা পৌরকর্তৃপক্ষের আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় কতটা? করপোরেশনের ফুড ইন্সপেক্টরের সংখ্যা ৩০ জন। শহরে ভেজাল সন্দেহে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করা এঁদের দায়িত্ব। ১৯৬৪-৬৫ সালে এঁরা মোট ১৯৩০টি নমুনা সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতিজনে প্রায় ৬ দিনে একটি করে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। একেই যদি তাঁদের সর্ব্বোচ্চ কর্মক্ষমতা বলে ধরা যায় তাহলে ইন্সপেক্টরদের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। আর তা না হলে আরও বেশী সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ বাধ্যতামূলক করতে হবে। নমুনা পরীক্ষার জন্য করপোরেশনের এ্যানালিষ্ট আছেন ৬ জন। এঁরা প্রত্যেকে গড়ে একদিনে ১টিরও কম নমুনা পরীক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সংখ্যাকে কোনক্রমেই সন্তোষজনক বলা চলে না। অথচ করপোরেশনের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসারের ধারণা আরও বেশী সংখ্যক এ্যানালিষ্টের দরকার। সব চেয়ে মজার কথা হলো মোট ১২ জন এ্যানালিষ্টের পদ নাকি মঞ্জুর করা আছে। কিন্তু বিগত ৯ বছর ধরে ৬টি পদ কেনই বা শূন্য রয়েছে তা কেউ জানে না।

খোদ কলকাতা করপোরেশনের এই হাল হলে অন্যান্য ছোটখাট শহরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পল্লী অঞ্চল অনেকগুলো খাদ্যের উৎপাদন ভূমি বলে সেখানে ভেজালের পরিমাণ সাধারণতঃ কম। বাইরে থেকে চালানী খাদ্যের সঙ্গে যে ভেজাল গ্রামে পৌঁছয় তার আসল আসামী অনেক দূরে। তাছাড়া গ্রামে ভেজাল ধরার মতো সরকারী তৎপরতা এখনও তেমন পৌঁছয়নি।

খাদ্যে ভেজালের রকম সম্ভবতঃ খাদ্যদ্রব্যের সংখ্যার চেয়ে বেশী। দুধে জল, চালে কাঁকর, তেলে শিয়ালকাঁটার বীজ বা হোয়াইট অয়েল, ঘিয়ে পচা চবি, মাখনে পচা কলা বা এ্যারারুট, চায়ে কাঠের গুঁড়ো বা অখাদ্য পাতা, আটা-ময়দায় সোপ ষ্টোন, গুড়ে পলমাটি—এসব তো নেহাত পরিচিত ও সেকেলে ভেজাল।

ধনে, জিরে, গোলমরিচ, দারুচিনি ও অন্যান্য মসলায় ঘাসের বীজ, যে-সে গাছের ছাল প্রভৃতি ছাড়াও মাটির তৈরী নকল মসলা পাওয়া গিয়েছে। গুঁড়ো মসলায় প্রচলিত ভেজাল কাঠের গুঁড়ো ও ঘোড়ার শুকনো নাদা। বাজারে যে সাধারণ নুন বিক্রি হয় তাতে প্রচুর পরিমাণে চাখড়ি পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন ফলের জেলি বা চাটনি নামে যা আমরা খাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা লাউ-এর তরলসার ছাড়া আর কিছু নয়। সোডাজল বা লেমনেড জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয় পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাদের জলীয় অংশটুকু প্রায়ই বিশুদ্ধ পানীয় জল নয়। বরফের ক্ষেত্রেও তাই।

এছাড়াও ভেজাল পাওয়া গিয়েছে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্যে। গুঁড়ো হলুদের সঙ্গে গাঢ় হলুদ রং-এর লেডকোমেট সীসাবিষ দিয়ে ভেজাল করা হয়। শুকনো লঙ্কা আরও চটকদার লাল এবং ওজনে ভারী করার জন্যে লেড অক্সাইড (সীসাবিষ) মেশানোর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ভিনিগার বলে বাজারে যা চালানো হয় প্রায় ক্ষেত্রেই তা এ্যাসিটিক এ্যাসিড মাত্র।

এতথ্য কারও মনগড়া নয়। ভারত সেবক সমাজের জাতীয় ক্রেতা সেবাসমিতি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল সম্পর্কে ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে যে সমীক্ষা চালান তাতে উপরোক্ত তথ্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে। ঐ সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে অন্ধকারে সুরঙ্গে গড়ে উঠেছে অভাবনীয় এক ভেজাল বিজ্ঞান। সেখানে আছে আধুনিক গবেষণাগার, মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও বেশী মাইনের গবেষক। শুধু মানুষের খাদ্যেই নয়, প্রাণীর খাদ্যে, জমির সারে, এমন কি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধে পর্যন্ত ভেজালদৈত্যের হাত পড়েছে।

খাদ্যে রাসায়নিক ভেজাল কত মারাত্মক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ১৯৬২-র এপ্রিলে মালদহ জেলার একাংশে সংক্রামিত 'রহস্যজনক পক্ষাঘাত'। এই ব্যাপক পক্ষাঘাতের কারণ অনুসন্ধান করতে হয় কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের একদল বিশেষজ্ঞকে। তাঁরা সেখানে বাজার-চলতি ময়দায় প্রচুর পরিমাণে টেরিক্রিসিল ফসফেটের সন্ধান পান—মানবদেহে যার প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক পক্ষাঘাত রোগ।

ভেজাল নিয়ে উদ্বেগ, আশঙ্কা ও আস্ফালন আজ পর্য্যন্ত কম প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু ভেজাল নিরোধে কার্য্যকর ব্যবস্থা এতই কম গ্রহণ করা হয়েছে যে, ভেজালদার ও খরিদদার উভয় সম্প্রদায়ই একে ফাঁকা আওয়াজের বেশী কিছু ভাবতে পারছে না। সরকারের হাতে ভেজাল নিরোধ আইন অবশ্যই একটা আছে। কিন্তু প্রথম সেটি শতছিদ্র, দ্বিতীয়তঃ তার কঠোর প্রয়োগে সরকার প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছেন। এ ব্যর্থতা বারবার সরকারী পর্য্যায়েই স্বীকৃত হয়েছে।

কারও বুক ফাটে কারও ঢোল বাজে

বাংলা দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে ইহা সর্ব্বজনবিদিত, জঙ্গিপুর মহকুমার অধিবাসিগণও খাদ্যাভাবে যব ও কলাইয়ের ময়দা খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জ ও মিঞাপুর চাউলের আড়তে ১'১৭ পয়সা কে. জি. দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। প্রত্যহ ভোর ৫টা হইতে বৈকাল ৬টা পর্য্যন্ত অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা কাতারে কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া চাউল ক্রয় করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অনেকে চাউল অভাবে হতাশভাবে ফিরিয়াও যাইতেছে। গত ৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার ভোর হইতে চাউলের জন্য স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার জমায়েত দেখিয়া স্থানীয় এক ভদ্রলোক খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মহকুমা-নিয়ামককে ফোন করেন। তিনি ফোন পাইয়া তাঁহার এক অধস্তন কর্ম্মচারীকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন। তিনি আসিয়াই "এ আর কি ভিড়" মন্তব্য প্রকাশে হুকুম তামিল করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি জীবনে কোথায় কত লোকের ভিড় দেখিয়াছেন? তাঁহার মতে নগণ্য জন-সমাবেশ চাউল-বিক্রেতা শ্রীমানিকলাল চন্দ্রের দোকানের সম্মুখে রাত্রি ৭-৩০ মিঃ অবধি বৃষ্টিতে ভিজিয়া চাউল ক্রয় করিয়াছে।

কর্ম্মচারীটির তাচ্ছিল্য ভরা মন্তব্য—তাসের বিস্তি খেলার রং (wrong) এর গোলামের কুড়ি ফোঁটা ভিন্ন কিছুই নহে।

দোকানদার গ্রেপ্তার

গত ৬ই সেপ্টেম্বর সোমবার রঘুনাথগঞ্জ সহরের সন্নিকটস্থ সুজাপুর গ্রামের দোকানদার তোরাব আলি ও জামাত সেখকে বে-আইনী আটা ও ময়দা রাখা ও অধিক মূল্যে বিক্রয়ের অপরাধে এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। থানা হইতে আসামীগণ জামিনে ছাড়া পাইয়াছে।

শিক্ষক দিবস

গত ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি হলে জঙ্গিপুর জাতীয় শিক্ষক-কল্যাণ-সংস্থার উদ্যোগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিবস তথা 'শিক্ষক দিবস' উদ্‌যাপিত হয়।

জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীআদিনাথ ভট্টাচার্য্য ও জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রাথমিক শিক্ষক শ্রীবলেন্দ্রনাথ রায়, শিক্ষিকা শ্রীমতী মায়া বাগচী, শ্রীমতী স্মৃতি কবিরাজ সঙ্গীতে, শিক্ষিকা শ্রীমতী আরতি চন্দ গীটার-বাদ্যে ও শিক্ষক শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ বাঁশী বাজাইয়া উপস্থিত জনগণকে আনন্দ দান করেন। জঙ্গিপুর স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীঅবনীকুমার রায়, জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহম্মদ তোফজ্জল হোসেন, প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহাশয়গণ ভাষণ দানে 'শিক্ষক দিবস' এর তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। উক্ত সংস্থার সম্পাদক, বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দেবনাথ মহাশয় নিমন্ত্রিতগণকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন।

ডিঙ্গী নৌকায় অতিরিক্ত বোঝাই

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাটে কতকগুলি ডিঙ্গী নৌকায় যাত্রী পারাপার করে। কিছুদিন হইতে উক্ত ডিঙ্গীর মাঝিরা তাহাদের বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী লইয়া পারাপার করিতেছে। ইহা খুব বিপজ্জনক কার্য্য। গত বৎসর অতিরিক্ত বোঝাই-এর জন্য একখানি ডিঙ্গা ডুবিয়া গিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক মারা গিয়াছেন। ডিঙ্গীর মাঝিরা যাহাতে এরূপ কার্য্য না করে তজ্জন্য আমরা স্থানীয় মহকুমা পুলিশ অফিসার ও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৫০০৲ টাকা পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছেন যে কোন লোক যদি পাক ছত্রী সেনাদের ধরিয়ে দিতে পারেন তবে তাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ছত্রী সেনারা ছদ্মবেশে থাকতে পারে কিন্তু তারা সশস্ত্র। তাদের প্রত্যেককে ধরার জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের ধরা সম্ভব হলে নিকটবর্তী সেনা বা পুলিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তাদের সমর্পণ করতে হবে।

ছত্রী সেনাদের ধরার জন্য গ্রামের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, গ্রাম্য প্রতিষ্ঠা বাহিনীর সদস্য এবং হোম গার্ডদের কাজে লাগানো হচ্ছে।

রক্তদান সর্বাধিক পশ্চিমবঙ্গে

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে আহত ভারতীয় জওয়ানদের জন্য প্রয়োজনীয় রক্তের অধিকাংশই যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। গত দু' সপ্তাহে কলকাতা হ'তে দু'শ বোতল জমানো রক্ত ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এক একটি বোতলে রক্ত থাকে ২৫০ সি সি করে।

মঙ্গলবার রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় ওই খবর জানান।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

বিগত ২৯শে আগষ্ট রবিবার মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েসন পরিচালিত ভাগীরথীবক্ষে জঙ্গিপুর সদরঘাট হইতে গোরাবাজার পর্য্যন্ত ৪৫ মাইল ও জিয়াগঞ্জ হইতে গোরাবাজার পর্য্যন্ত ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৪৫ মাইলে কলিকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের দেবী দত্ত এগার ঘণ্টা ষোল মিনিটে এই পথ অতিক্রম করে এবং ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বি এন আরের লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক দু' ঘণ্টা সাতাশ মিনিটে এই দূরত্ব অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২,

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ।
বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।